আলমডাঙ্গা শিক্ষার্থী উপস্থিতি রেখে শ্রেণী শিক্ষকদের ধর্মঘট

মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে চলমান ৪র্থ দিনের মত আন্দোলনের অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গার সকল বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝুঁলিয়ে কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। একই দাবিতে শ্রেণী ক্লাস বন্ধ রেখে ধর্মঘট করছে শিক্ষকরাও। টানা ৪র্থ দিন আন্দোলন চলায় শিক্ষার মানউন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটছে।

গত রবিবার (১৬ জুলাই) সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝুঁলিয়ে দেয় শিক্ষক ও কর্মচারীরা। এ সময় তারা কর্মবিরতি আন্দোলন শুরু করেন।

তবে ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায় পৌর শহরের আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে আসলেও শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের উপস্থিত (হাজিরা) নিয়ে রুম থেকে বের করে দিয়ে শ্রেণিকক্ষগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয়।

শিক্ষক-কর্মচারী জানিয়েছেন, তাদের এক দফা দাবি মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ না হওয়া পযর্ন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষার্থী জানান, গরমের মধ্যে যাতায়াতের জন্য প্রতিদিন ৩০/৪০ টাকা খরচ করে স্কুলে আসতে হয়। শিক্ষক ও কর্মচারীরা ধর্মঘট করায় শ্রেণী ক্লাস বন্ধ রেখেছে। এতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির পাশাপাশি শিক্ষার মানউন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটছে।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান বলেন, ধর্মঘটের মধ্যেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিত ৫০% হলেও তাদের ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিত (হাজিরা) নেবার বিষয়ে তিনি জানেন না বলে জানান।

এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী আলমডাঙ্গায় আজ বুধবারও সকাল থেকে ক্লাস বন্ধ রেখে উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মঘট পালন করছেন শিক্ষকরা।

এ ব্যাপারে শিক্ষক নেতারা জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য এ আন্দোলন চলবে। এ উপজেলায় প্রায় ৬৫টি’ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

মেহেরপুরের দরবেশপুরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা ও ঝরে পড়া রোধ ও অনিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে আজ রবিবার সকাল ১০ টার দিকে বারাদী ইউনিয়নের দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান এর সহযোগীতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিদ্যালয়ের পিটিএ সভাপতি মো: আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম।

আরো বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক রিপন ইসলাম এবং ওয়াচ সদস্য ছাকন উদ্দীন,গোলাম মোস্তফা শান্তি। এছাড়া অনুষ্ঠানে অভিভাবকগণ সহ, জন প্রতিনিধি, এস এম সি, ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্য অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ রোধসহ ছাত্রছাত্রীদের অনিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা দুর করতে এস.এম.সি, শিক্ষক, পিটিএ ও ওয়াচ কমিটি একসাথে কাজ করতে পৃথক কর্মসূচী গ্রহন করে।

দর্শনায় উদ্যোক্তার সৃষ্টির লক্ষে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে কর্মশালা অনুষ্টিত

দর্শনায় এসো উদ্যোক্তা গড়ি স্লোগানে দামুড়হুদা, জীবনগর, ও দর্শনা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ জনকে দেওয়া হয়েছে গুনি সংবর্ধনা। এ গুনি সংবর্ধনার ক্রেষ্ট তুলে দেন উদ্যোক্তারা।

এ সময় উদ্যোক্তার উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবুর হাতে গুনি সংবর্ধনার ক্রেষ্ট তুলে দেন জেসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সভাপতি খন্দকার নাইমুল হাসান। দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, গোলাম ফারুক আরিফ, দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আলামীনের হাতে গুনী সংবর্ধনার ক্রেষ্ট তুলে দেন উদ্যোক্তারা।

এ উদ্যোক্তার সৃষ্টির লক্ষে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় এসো উদ্যোক্তা গড়ি স্লোগানে দামুড়হুদা, জীবনগর, ও দর্শনা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক জাকজমকপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় জেসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের উদ্যোগে প্রায় ৫শ স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুল কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে দর্শনা কাম কমিউনিটি অডিটরিয়াম হলরুমে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সভাপতি খন্দকার নাইমুল হাসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃশহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আলামিন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুস্তম আলী, নাগরীক কমিটির সদস্য

সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সভাপতি ও খন্দকার গ্রুপ অফ কোম্পানিজের পরিচালক খন্দকার নাইমুল হাসান, জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল রাশিদ তুর্য, গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড গ্রুপ অফ কোম্পানীর নির্বাহী সহ-সভাপতি জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের পরিচালক ইশতিয়াক আহমেদ মল্লিক, মাগুরা গ্রুপের গ্রুপ পরিচালক মাগুরা এগ্রিকালচারের চেয়ারম্যান মোস্তফা আক্তার মহিউদ্দিন, জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের সদস্য মোস্তফা জাফির মহিউদ্দিন, মাগুরা এগ্রিকালচার পার্কের পরিচালক খোশরোজ কিতাব মহল, ট্রেনিং কমিশনার জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রাল ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের সহ-সভাপতি সামিদ রাজ্জাক,সঞ্চালনায় ছিলেন জিসিআই ঢাকা অ্যাস্ট্রালের পরিচালক মুনতাসির আজগার আকাশ।

আলমডাঙ্গায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট বিতরণ

“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য” প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সরকারি ও এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও পরিসংখ্যান কার্যালয়ের আয়োজনে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের এ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৪৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭ টি মাদ্রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ১শ ১১টি ট্যাবলেট বিতরন করা হয়।

ট্যাবলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ¯স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে বর্তমান সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণে বছরের প্রথম দিনে যেমন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, তেমনই বিনামূল্যে ট্যাব বিতরণের কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে। পর্যায় ক্রমে সকল শিক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব তুলে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিদীপ্ত, সাশ্রয়ী, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারি কমিশনার রেজওয়ানা নাহিদ, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের তদন্তকারী কর্মকর্তা মফিজুল হক। কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যাক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শিক্ষকা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকসহ ৫৬টি শিক্ষা মেধাবী শিক্ষার্থী।

মেহেরপুরে ‘নগদ’ বিড়ম্বনায় উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা

উপবৃত্তি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মেহেরপুরের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের কাছে উপবৃত্তির তালিকায় নাম থাকা সত্বেও টাকা পাওয়া যায়নি। আবার অনেকের অভিযোগ শিক্ষকদের বারবার বলার পরে কয়েকজন পেলেও তা সঠিক সময়ে পাচ্ছেনা। আবার অনেকেই উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্বেও সুরাহা না হওয়ায় তারা দুশ্চিন্তাই পড়েছেন। শিক্ষার্থীরা টাকা না পাওয়ায় শিক্ষকরাও নানা সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন।

জানাগেছে, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ৩০৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ে এবছর প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীতে ১১ হাজার ৯৯৮জন, প্রথম শ্রেনীতে ১৪ হাজার ২১৫জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৩ হাজার ৯৩৫জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৩ হাজার ৫৯১জন, চতুর্থ শেণীতে ১৩ হাজার ১৮৭জন এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ১২ হাজার ৭৬০জন শিক্ষার্থী লেখাপাড়া করে।

এসকল শিক্ষার্থীদের প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীতে ৭৫ টাকা এবং অন্যান্য শ্রেনীতে মাসিক ১৫০ টাকা করে সরকার বছরে দুইবার প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মোবাইলের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করে থাকেন। প্রাথমিক ভাবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হলে টাকা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে তা পরিবর্তন হয়ে ‘বিকাশ’ একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হতো। বিকাশের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদানের সময় একটি ম্যাসেজের মাধ্যমে উপকারভোগীতে নিশ্চয়তা বার্তার মাধ্যমে তা জানানো হতো। পরে বিকাশ পরিবর্তন করে বর্তমানে ‘নগদ’ একাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মোবাইলে উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। ‘নগদ’ একাউন্টের মাধ্যেমে টাকা প্রদানের পর উপকারভোগীদের মোবাইলে কোন নিশ্চয়তা বার্তা(ম্যাসেজ) না দেয়ায় অনেকেই ধুয়াশায় পড়ে থাকেন। টাকা না পাওয়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে জবাব দিহিতার মধ্যে পড়েন বিদ্যালয় শিক্ষকরা।

গাংনী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রযেছে ১৬২টি। এখানে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় নিয়েছে বর্তমান সরকার। অথচ সরকারের এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে নিয়োজিতদের অবহেলায় অনেক শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের।

গাংনী সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, তার বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৫৮জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের মধ্যে ২৯জন শিক্ষার্থী এবছর উপবৃত্তির টাকা পায়নি। বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে জানানো হলেও কোন সুরাহা মেলেনি। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাইম, আলজারির, রাধিকা জানায়, তাদের সহকর্মীরা অনেকেই উপবৃত্তির টাকা পেয়েছে। আমরা আজও পাইনি। স্যারদের মাঝে মধ্যে বলি কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

নুরুন্নাহার জানান, উক্ত বিদ্যালয়ে ১৪০জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে ১০জন শিক্ষার্থী এবছর উপবৃত্তির টাকা পায়নি। উপবৃত্তি বঞ্চিত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা আমাদের কাছে আসলেও কোন উত্তর দিতে পারিনা এমনকি আমরা কোথায় অভিযোগ করবো তাও জানিনা। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আছিয়া, তাছিম, উম্মে সালমা, হাবিবা, লিমা এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, শিক্ষকরা বলে তোমাদের নাম উপবৃত্তির তালিকায় আছে, কিন্তু আজও টাকা আসেনি। আমাদের কয়েকবার মোবাইল নাম্বার সঠিক আছে কিনা তা দেখা হয়েছে। সব ঠিক আছে কিন্তুু টাকা আসেনা।

জানা গেছে ২০০১ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচীর পরিবর্তন করে প্রথমে ছাত্র প্রতি মাসিক ২০ টাকা হারে এবং ২০০২ সালের জুলাই হতে শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে মাথাপিচছু ১০০ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। বিভিন্ন চড়াই উৎরায় পেরিয়ে ২০১৯ সালের দিকে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ‘নগদ’ মাধ্যমে প্রদান করা হয়। যে মাধ্যমে টাকা আদান প্রদানে গ্রাহক কে কোন ম্যাসেজ দেয়া হয়না।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন জানান, উপবৃত্তি বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা আমাকে মৌখিক অবহিত করেছেন। আমি তাদের তালিকা করে পাঠাতে বলেছি। তালিকা পেলে বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভুপেশ রঞ্জন রায় বলেন, গত বছর মেহেরপুর জেলায় প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীর উপবৃত্তিতে সমস্যা হয়েছিল। এমন অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি আমরা টাকা প্রদান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে পরে সকলেই টাকা পেয়েছিল। এ বছরের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

গাংনীর বাওট বাধাগ্রস্থ

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রি বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রি বিতরণ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঈদ উপহার সামগ্রি বিতরণ করা হয়।

রুরাল রিকন্ট্রাকশন সেন্টার(সিআরসি) কর্তৃক আয়োজিত ঈদ সামগ্রি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সোহেল আহমেদ। এসময় সিআরসি ও বিদ্যালয়ের পরিচালক এনামুল হকসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিথ ছিলেন।

প্রতি বছরের ন্যায় এবার ঈদের আগে ঈদ উপহার সামগ্রি পেয়ে খুশিতে বাড়ি ফেরেন প্রতিবন্ধী শিশু ও তার অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ সামগ্রি বিতরণ করা হয়। এসময় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় শিক্ষার্থীদের মাঝে স্মার্ট ট্যাব বিতরণ

দামুড়হুদায় শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে সরকারি ও এমপিওভূক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সমমানের মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্পের ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে

উপজেলা অডিটোরিয়াম হলে ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৫১টি ট্যাব বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে ট্যাব বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনশুমারি ও গৃহগণনা- ২০২১ প্রকল্পের ট্যাব বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজ শিক্ষার্থীদের মাঝে এই ট্যাব বিতরণ করা হচ্ছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আ: মতিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, উপজেলা পরিসংখ্যান তদন্তকারী কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান, পরিসংখ্যান সহকারী আব্দুল মালেক, শ্রী সুমন কুমার দাসসহ ট্যাব বিতরণকারী ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন।

জীবননগরে প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

জীবননগর উপজেলা শহরের দৌলৎগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ২০২২ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ১৮জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় শিক্ষার্থীকে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর পৌরসভা

মেয়র মো. রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. জালাল উদ্দিন। উপজেলা রিসোর্স কর্মকর্তা (ইন্সট্রাক্টর) মো. আনারুল ইসলাম।

সহকারী শিক্ষা অফিসার মো. মহিউদ্দিন, মো. আবু হাসান, জীবননগর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. আবুল কাশেম। সভাপতিত্ব করেন, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আ.ফ.ম সালাহ উদ্দিন কবির। সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য জহিরুল ইসলাম শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বক্তব্য রাখেন অভিভাবকদের পক্ষে জীবননগর সরকারি আদর্শ মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক শরিফুল ইসলাম, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আমিনুল ইসলাম তারেক। স্কুলের শ্রণি শিক্ষক যার অক্লান্ত পরিশ্রমে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছে নাসিমা খাতুন এবং বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথিরা।

প্রধান অতিথি বলেন পৌর সভার প্রধান স্কুল হিসেবে মডেল স্কুলের সৌন্দর্য বর্ধনে তিনি সহযোগিতা করে বলে আশ্বাস দেন। এসময় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী রাফিয়া তাহসিন, শাফিয়া নওশীন শামা বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য চুয়াডাঙ্গা জেলায় দুটি স্কুল ১৮ টি প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করে তন্মধ্যে দৌলৎগঞ্জ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় ট্যালেন্টপুলে ৮ জন এবং সাধারণ গ্রেডে ১০ জন মোট ১৮ জন বৃত্তি পেয়েছে।

মেহেরপুরের সন্তানসহ ৭ শিক্ষার্থীদের নকশায় স্বাধীনতা

ও বাংলাদেশ

কুয়াশার মতো ধুলা ও ইট–কংক্রিটের জঙ্গল পেরিয়ে একটু বুকভরে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলো নিটার ক্যাম্পাসে পৌঁছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি ইউনিট এর অধীনে সাভারের জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটটিই পরিচিত নিটার (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ) নামে।

নিটারে ‘ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং’ বিভাগটি যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালে। এখানে আছে প্যাটার্ন ল্যাব, অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাবে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ। ফ্যাশন–সম্পর্কিত আধুনিক সফটওয়্যারের দীক্ষাও নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

নকশার পাশাপাশি প্রকৌশলের বিষয়টিও এই প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখায় গুরুত্ব পায়। তাই ফ্যাশন ও পোশাক নির্মাণের কারিগরি দিক—দুটিই মাথায় রাখেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিবছরই বিশেষ দিবস, যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, পয়লা বৈশাখ, ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে থিমভিত্তিক পোশাকের নকশা করেন শিক্ষার্থীরা। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি তাঁরা পোশাক বানিয়েছেন স্বাধীনতা দিবস মাথায় রেখে। শাড়ি-পাঞ্জাবির ওপর ফুটে উঠেছে মানচিত্র, পতাকা, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

নকশায় ফিউশনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি নারীদের জন্য থামিও তৈরি করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় এসব পোশাক নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শোর আয়োজনও করা হয়েছে। নিজ উদ্যোগে নিজেদের পোশাক পরে ফটোসেশন করছেন শিক্ষার্থীরা। যা ইতিমধ্যে পোশাক শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়েছে এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার থিম নিয়ে কাজ করেছে তৃতীয় বর্ষের প্রিতুল, ৪র্থ বষের বরাত, তানভীর আদনান,অদ্বিতী সরকার, ১ বর্ষের মাহাপাড়া, রিয়া, মুশফিকাসহ ৮ জন শিক্ষার্থী এবং মডেলও হয়েছেন নিজেরাই।

এদের মাঝে স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে উপস্থাপন করেছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান বুলবুল আহমেদ সাগর বর্তমানে তিনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এ তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়ন করছেন। সেই

সাথে তারা ৮ জন শিক্ষার্থী মেধা ও দক্ষতা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ের সুনাম অর্জন করছে।

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছিতে এসএসসি ও এইচএসসি জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ২০২২ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের “সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৩টায় কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। তিনি বলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ২০২২ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এর জন্য আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই, আমি আরো ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল কৃতি শিক্ষার্থীদের। তোমরা আমাদের এই সোনার বাংলাদেশের আগামী দিনের চালিকাশক্তি হবে, তোমরা হবে দেশ ও জাতীর ভবিষ্যত। তোমরা শুধু মেধাবী হলেই চলবেনা তোদের সকলে ভালো মানুষ হতে হবে এই আশা রাখবো।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি হাবিবুল্লাহ বাহার, সাধারন সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, আবকাইজার নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক আবু হেনা, কুড়ুলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীন, সদাবরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ, কুড়ুলগাছি দাখিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার আঃ রহিম, সাংবাদিক আলী আজগর সোনা,

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ সচিব শাহাবুবুর রহমান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের মেম্বার ও মহিলা মেম্বারগণ, স্থানীয় সুধীজন, বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক বৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ সহ এলাকাবাসী।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দিন তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আমাদের কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের মেধাবী কোন ছাত্র-ছাত্রী কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তিনি সকল ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২৬ জন এবং এইচএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আলোচনা সভা শেষে ২০২২ ইং সালের কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড মেম্বার দেলোয়ার হোসেন বিপু।